بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বনু মুস্তালিকের সেনাভিযান
এবং
জলসা সালানা যুক্তরাজ্য এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়ার তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ জুলাই, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ বিগত খুতবায় হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীস এবং ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে যে মহানবী (সা.) যখন বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন তখন তারা অপ্রস্তুত ছিল।

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, এ যুদ্ধের ব্যাপারে সহীহ্ বুখারিতে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিকের উপর এমন সময় আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অসতর্কভাবে নিজেদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছিল। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রেওয়ায়েতটি ঐতিহাসিকদের বর্ণনার পরিপন্থী নয়, প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ঘটনা দুটি ভিন্ন সময়ের অন্তর্গত।

প্রকৃত ঘটনাটি হল, যখন ইসলামি বাহিনী বনু মুস্তালিকের নিকটবর্তী হয়, যেহেতু তারা অবশ্যই ইসলামি সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়েছিল, তবে তারা যে তাদের এত নিকটে পৌছে গিয়েছে এটা জানত না, ফলে তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিশ্চিন্তে পড়ে ছিল, বুখারির বর্ণনায় এই অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যখন তাদেরকে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর আগমনের খবর দেওয়া হয়, তারা তৎক্ষণাৎ তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে সংঘবদ্ধ হয়ে যায় আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এই অবস্থাই ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

এই যুদ্ধে মাত্র একজন সাহাবী শহীদ হন এবং তাও ভুলবশত একজন মুসলিম তাকে কাফের ভেবে ভুল করে তাকে হত্যা করে।

উম্মুল মুমিনিন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বলেন, এই যুদ্ধের দিন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, এত বড় সৈন্যদল এসেছে যে যার সাথে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি নেই। তিনি বলছেন যে আমি নিজে এত লোক, অস্ত্র এবং ঘোড়া দেখেছি যা আমি বর্ণনা করতে পারব না। যখন আমি ইসলাম কবুল করলাম এবং মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিবাহ করলেন এবং আমরা ফিরে এলাম, তখন আমি দেখতে লাগলাম যে, আমার কাছে মুসলমানদের সংখ্যা আগের মত অতটা আর মনে হল না। অতঃপর আমি জানলাম যে, এটা আল্লাহ্‌তা'লার প্রতাপ ছিল যা তিনি মুশরিকদের অন্তরে রাখেন।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত উটের সংখ্যা ছিল দুই হাজার, ছাগলের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার এবং বন্দিদের সংখ্যা দুইশত পরিবার ছিল। কিছু ঐতিহাসিক আবার বন্দিদের সংখ্যা সাত'শতের অধিক বলে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.) এসব বন্দিদের ওপর হযরত বারিদা (রা.) কে নেগরান (তত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেছিলেন।

মহানবী (সা.) সমস্ত গনীমত থেকে খুমস আহরণ করেন। খুমস হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং রসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং সাধারণ ইসলামী প্রয়োজনের জন্য আলাদা করে রাখা হয়ে থাকে।

উক্ত গোত্রের যেসব লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে গোত্র প্রধান হারিস বিন আবি জারারের কন্যা বার্‌রাও ছিলেন, যার নাম মহানবী (সা.) পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া (রা.) রেখেছিলেন। বন্দীদের বণ্টনের সময় জুওয়াইরিয়া (রা.) একজন আনসারী সাহাবী সাবিত বিন কায়স (রা.) এর হেফাজতে আসেন। বার্‌রা লিখিত চুক্তিপত্রের পদ্ধতিতে সাবিত বিন কায়সের সাথে একটি বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। (মুকাতেবাত বলা হয়, যখন একজন দাস বা দাসী তার মনিবের সাথে একটি চুক্তি করে যে যদি সে তার প্রভুকে এই পরিমাণ অর্থ মুক্তিপণ আদায় করে, এখানে উল্লেখ করা পরিমাণ ছিল নয় আউন্স স্বর্ণ, যা আসলে তিনশ ষাট দিরহাম হয়, তাহলে তাকে মুক্ত করা হবে।) এই চুক্তির পর, বার্‌রা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে সমস্ত পরিস্থিতি খুলে বললেন এবং এটা জানিয়ে যে তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দারের কন্যা, মুক্তিপণ দিতে তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করলেন। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত এটা ভেবে যে তিনি একজন সুপরিচিত গোত্র প্রধানের কন্যা, তাই সেদিক থেকে তবলীগে সুবিধা হবে, তিনি (সা.) তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন। বার্‌রা'র সম্মতিতে, তিনি (সা.) মুক্তিপণ পরিশোধ করেন এবং তাকে বিয়ে করেন।

সাহাবায়ে কেরাম যখন এটা দেখলেন, তখন তারা পছন্দ করলেন না যে, মহানবী (সা.) -এর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাদের হাতে বন্দী থাক, ফলে একশত পরিবার অর্থাৎ প্রায় শতাধিক বন্দী মুক্তিপণ না দিয়েই মুক্ত হলো। তাই হযরত আয়েশা বলতেন যে জুওয়াইরিয়া (রা.) তার সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত বরকতময় অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

মহানবী (সা.) এই অভিযান থেকে সফলকাম ও বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন এবং মোট ২৮ দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।

এ অভিযান থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবি ইবনে সুলুলের ভণ্ডামিও প্রকাশ পায়। একবার আবদুল্লাহ ইবনে আবি তার গোত্রীয়দের কুরাইশদের এবং মহানবী (সা.)-এর

বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে, এমনকি সে বলে যে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে শহর থেকে বহিষ্কার করবে। যায়েদ বিন আরকাম (রা.) এ সুযোগে আত্মাভিমান প্রকাশ করেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবিকে ধমক দিয়ে বলেন তুমিই হলে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে সবকিছু বললেন। মহানবী (সা.) যায়েদের কথা অপছন্দ করলেন এবং বললেন, 'হে বালক! সম্ভবত আপনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আবির উপর রাগান্বিত।' হাদিসে উল্লেখ আছে যে, এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন, নিজের উদ্যোগে বা অন্য কারো উদ্যোগে, এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করলেন যে যায়েদ যা বলেছেন সবই ভুল ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.)ও মনে করতেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি অবশ্যই একথা বলেছে। অতঃপর তিনি রওয়ানা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং আনসারদের কয়েকজন নেতার জিজ্ঞাসাবাদে তিনি (সা.) বললেন, তোমরা কি জানো না তোমাদের সঙ্গী কি বলেছে? অর্থাৎ সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি মদীনায় ফিরে এসে সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে শহর থেকে বহিষ্কার করবে। এতে নিষ্ঠাবান আনসার সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! প্রকৃতপক্ষে, আপনি সবচেয়ে সম্মানিত এবং সমস্ত সম্মান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রাপ্য। আপনি ইচ্ছা করলে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিকে শহর থেকে বের করে দিন এবং চাইলে তার সাথে নম্রতার আচরণ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি যা বলেছেন সে সম্পর্কে যা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তা ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, আগামী শুক্রবার ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানাও শুরু হবে। তার জন্যও দোয়া করবেন।

আল্লাহ্ সার্বিকভাবে কল্যানময় করুন। সকল কর্মীকে উচ্চ নৈতিকতা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। যারা এসেছেন এবং যারা সফরে আছেন তাদের সবাইকে নিরাপদে রাখুন। আমীন।

খুতবার শেষ অংশে হুযুর আনোয়ার নিম্নোক্ত তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং গায়েবানা জানাযা আদায়ের ঘোষণা দেন:

১. মোহতরমা সালিমা বানো সাহেবা সহধর্মিনী হামিদ কাউসার সাহেব নাযের দাওয়াত-ই-ইলাল্লাহ্ উত্তর ভারত। গত কয়েকদিন পূর্বে মারা গেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, সরল প্রকৃতির, দোয়াকারী, বাধ্য, সন্তুষ্ট মহিলা। তিনি মুম্বাই-এর লাজনা ইমাইল্লাহ্র সভাপতি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মৃতের স্বামী যখন কাবাবির-এ মুবাল্লীগ ছিলেন, তখন তিনি সেখানে খুব দ্রুত আরবি কথোপকথন রপ্ত করেছিলেন এবং নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে পূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন। মরহুমা লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাবাবির- এর সদর হিসেবে এগারো বছর দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

২. লাহোরের মোকাররম নূরুল হক মাযহার সাহেব। মরহুম তানজানিয়ার মুবাল্লীগ রাঘিব জিয়া-উল-হক এর পিতা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মারা যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি একজন মূসী ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সাহসী, পরিশ্রমী, নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী,

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের অনুরাগী, উদার-হৃদয়, দরিদ্র-প্রেমময় এবং সুনামের অধিকারী ছিলেন। মৃতের কন্যা আমাতুল মাতিন সাহেবা, আলী মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী, যিনি ঘানায় কর্মরত। রাঘিব জিয়া-উল-হক এবং কন্যা আমাতুল মাতিন সাহেবা কর্মক্ষেত্রে সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে তাদের পিতার জানাযায় যোগ দিতে পারেননি।

৩. মোহতরমা উম্মে হাফিয নিঘাত সাহেবা, রাবওয়ার প্রয়াত মুহাম্মদ শফী সাহেবে স্ত্রী। মরহুমা সম্প্রতি মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি একজন মুসিয়া এবং মোবারক তানভীর সাহেব জার্মানির মুবাল্লীগের শাশুড়ি ছিলেন। তার কন্যা উম্মে আল-জামিল গাজালা লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানির সহ-সভাপতি। মরহুমা নামায ও রোযা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন, দোয়াকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, খিলাফতের প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিলেন, তবলীগের প্রতি ভালবাসা রাখতেন, দরিদ্র ও অসুস্থদের যত্ন নিতেন এবং উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার সকল মরহুমদের মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত : ১. খ্রীস্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, ২. নিশানে আসমানী (ঐশী নিদর্শনাবলী) এবং ৩. সীরাতুল আবদাল (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনচরিত)। পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

19 July 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat